কেমন করে প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল নিজেদেরকে

সেই শিক্ষা আজকে তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য

ডেভিড কোড্রি

"প্রেমের দ্বারা একজন অন্যের দাস হও" (গালাতীয় ৫:১৩)

কেমন করে প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল নিজেদেরকে

সেই শিক্ষা আজকে তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য

ডেভিড কোড্রি

"প্রেমের দ্বারা একজন অন্যের দাস হও" (গালাতীয় ৫:১৩)

How the First Century Believers Organised Themselves

Lessons for us today

David Caudery

Published by
Christadelphian Bible Students
3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata 700 068 India

Printed by
Eminent Printing Works, 38 Garlahat Road (S), Kolkata 700031 India

October 2008

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান সঞ্চালন গতি বাস্তবায়িত হয়েছিল যখন জানতে পারা গিয়েছিল যে অন্য চার্চের শিক্ষা ভিন্ন আমরা বাইবেল থেকে যা পড়ি তার থেকে ভিন্ন প্রচার করে তারা । যীশু এবং তার বিশ্বাসীরা প্রায়ই পুরাতন নিয়ম থেকে উদাহরণ দিয়েছে যে কখনও এই শিক্ষা দিতে নয় যে মানুষ স্বভাবে অমরনশীল অথবা যীশুই ছিল ঈশ্বর, অথবা যেখানে কোন মন্দ ঈশ্বর ছিল যার কারণে পৃথিবীতে মন্দতা ঘটছে। খ্রীষ্টাডেলফিয়ান সতর্ক আছে যে বাইবেল কী শিক্ষা দেয় এই সব বিষয় । তারা সতর্ক আছে যে এটাই মুখ্য কারণ যে তারা কেন খ্রীষ্টাডেলফিয়ান ।

এই প্রকাশনার উদ্দেশ্য এই যে দেখতে হবে আদি মণ্ডলী যে পথে সংগঠিত হয়েছিল সেই একই পথ ধরে আজকের মণ্ডলী পরিচালিত বা সংগঠিত হচ্ছে কিনা । যেমন করে প্রভুর প্রেরীতদের সমস্ত শিক্ষাই পরিবর্তন ঘটিয়ে আজকের এই শিক্ষা বিদ্যমান হয়েছে । তারা আরো পরিবর্তন করেছে যেটা হল আদি মণ্ডলীর সেই পথ । মণ্ডলীর নিজস্ব পথে মণ্ডলীকে পরিচালিত করেছিল ? আমরা খুব সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করে দেখবো সেই পবিত্র বাক্য যা আমাদের দেখাবে প্রকৃত খ্রীষ্টের মণ্ডলি কেমন করে পরিচালিত হয়েছিল । ঐ পুরাতন দিনগুলিতে যদি আমরা পড়তে থাকি আমরা পাব যে আমরা আজকে যেভাবে পরিচালিত হচ্ছি তারা সেই পথে পরিচালিত হয়নি । তোমরা এই উপলব্ধি করতে পারবে যদি আমরা মণ্ডলিকে পরিচালিত করি আজকের মণ্ডলীর উদাহরণ নিয়ে তবে তা হবে মারাত্মক ভুল ।

ইতিহাস ব্যাখ্যায় ভরে আছে কেমন করে 'শক্তি' এক জনের হাতে থাকলে একে অপরের প্রতি নম্রতা এবং সমর্পন না করে বদলে ক্লেশ ঘটায় যেমন প্রেরিত পৌল ও পিতার তাদের পত্রে উল্লেখ করে গেছেন (১ পিতর ৫:৬, ইফি ৫:২১ রোমীয় ১২:১০) । অনেক ইংরাজী বাইবেল আছে, বিযেশত পুরাতন অনুবাদে 'বিশপ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে পৌল তার পত্র ভীত এবং তিমথিকে লিখছেন । এই বিশপ শব্দটি কোন চার্চের সঙ্গে উপযুক্ত মনে করান ভূল হবে । উইলিয়াম বার্ক্লে, এক বাইবেল অনুবাদক এবং বিদ্বান ছিলেন ব্যাখ্যা করছেন যে, বিশপ শব্দটি আজকে উপদেশমূলক

শব্দ যেটা এপিসকাপস্ (গ্রীক শব্দ থেকে অনুবাদ করা) নতুন নিয়ম ছিলই না । শব্দের অর্থ তত্ত্বধানকারী অথবা "সুপারিনটেনডেন্ট" অনিচ্ছাকৃত ভাবে নিয়মানুবর্তিতার বিষয় বলছে অথবা অনিচ্ছাকৃত সুরখ্যার কথা বলছে ... শিক্ষক তার ছাত্রদের কাছে এপিস্কাপোস বলে বলা যায় অর্থাৎ ছাত্রদের অভিভাবক... বিশপ শব্দটি ভুল ব্যাখ্যা হবে যদি এপিস্পাসের সঙ্গে তুলনা করা হয় ইংরাজী অনুবাদে গ্রীক তত্ত্বাবধানকারী হিসাবে ৫টি জায়গায় দেখানো হয়েছে, যেটা গ্রীক দেশে ঘটেছে। এটা কেবল পুরাতন অনুবাদে 'বিশপ' এবং 'ডীকন' শব্দটি আছে । যেই পদে এটি ব্যবহার হয়েছে তাতে কোন ঈঙ্গিত করা নেই যে চার্চ (মণ্ডলী) একটি মাত্র তত্ত্বাবধানকারী আছে । এর প্রমাণ যার মানে অনেক অথবা বহু বলে অভিভূত করা হয়েছে । অনেক প্রজন্মের পরে, বিশেষত চার্চে ভুল শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। যে একজনই বিশপ শাসন ব্যবস্থায় থাকবে না। তারপর আর্চবিশপকে সম্মানিত করা হল যার কাছে অত্যাধিক শক্তি থাকবে শাসন করার জন্য । এই শক্তি যাদের উপর তার রাজত্ব করছে তাদের একই সঙ্গে চার্চের সহিত নিয়ম তৈরি করতে লাগলো প্রয়োজনের অভ্যাস যে অনুসরণ কারীদের কি বুঝা উচিৎ এবং কি বিশ্বাস করবে । সেই সময়ে বাইবেল হাতেই প্রকাশন করা হত তাই সংখ্যায় কম ছিল । সেই চার্চের নেতাদের ছাড়া অল্প সংখ্যক দেখার অধিকার ছিল যে শিক্ষা দিত বা শাসন করছে তা বাইবেল ভিত্তি কিনা ।

এখন আমরা মনোযোগী হই তন্ন তন্ন করে বাইবেল থেকে অন্বেষন করার পর সত্যই বাইবেল আমাদের কি বলে ।

১। কি প্রকাশ করছে আমাদের কাছে প্রেরিতদের সময় কাল থেকে চার্চের নেতৃত্বের বিষয় এবং মণ্ডলীর সহভাগিতার ভূমিকার বিষয়।

২। মূল নীতি সম্মিলিত প্রয়াস মণ্ডলীর মধ্যে থেকেই হতে হবে ।

৩। মণ্ডলীর প্রাচীনদের দায়িত্ব ।

৪। প্রাচীন হতে গেলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন । প্রেরিত ২০:২৮; ফিলিমন ১:১; ১ তিমথীয় ৩:২; তীত ১:৭; ১ পিতর ২:২-৫ ।

৫। আমরা যদি দেখি খ্রীষ্টডেলফিয়ান সংগঠনের প্রচেষ্টা যার উদাহরণ নির্দিষ্ট ভাবে নতুন নিয়মের উপর গঠন করা আছে।

৬। আমরা যদি দেখি সেই সমস্যা ২১ শতাব্দীর প্রাচীনদের নিয়ে বিশেষত ভারতের মত দেশগুলিতে।

প্রাচীন চার্চের নেতৃত্বতা :

যীশুর স্বর্গরাহনের পর, থেকে যাওয়া ১১ জন শিষ্যেরা প্রারম্ভিক নেতা ছিলেন। আমরা প্রেরিত ১ অধ্যায় দেখবো কেমন করে, এতে বলছে পিতর উঠে দাঁড়াইলেন "যে দিন প্রভু যীশু আমাদের নিকট হইতে উর্দ্ধে নীত হন, সেই দিন পর্য্যন্ত যত দিন তিনি আমাদের কাছে ভিতরে আসিতেন ও বাইরে যাইতেন।" (২১ পদ) পিতর আরো বলছেন (২০ পদে) যে তাদের অন্য ব্যক্তি 'তাহার অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হউক যেখানে ইস্করতিও যীহুদা ছিলেন। তারা বার্ণব্বার এবং মত্তথিয় মধ্যে নির্ণয় নিতে পারছিলেন না, তাই তাহারা প্রার্থনা করিলেন "পরে তাহারা উভয়ের জন্য গুলিবাঁট করিলেন, আর মত্তথিয়ের নামে গুলি উঠল।" তাহলে সেই আরম্ভ থেকেই সেটি একজন ব্যক্তির নির্ণয়ের উপর সিদ্ধান্ত ছিল না।

প্রেরিত২ অধ্যায় পড়ি কেমন করে ১২ জন শিষ্যদের উপরে পবিত্র আত্মা অবতরন হয়েছিল। তখন যদিও বা পিতর মুখ্য বক্তা ছিলেন, যখন পিতর সেই জনতার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন "এগারো জনের সহিত দাঁড়াইয়া ছিলেন (১৪ পদে)। ভিড়ের দর্শকেরা ১২ জনকে দেখছিল, কেবল পিতরকে নয়। এটাই তীব্র ভাবে ব্যক্ত করা হচ্ছে যে পবিত্র আত্মার বর্ষণ কেবল ১২ জন শিষ্যরাই পেয়েছিলেন, কেননা পিতর যারা দাঁড়িয়েছিলেন তাদেরকে মন্তব্য করে বলেছিলেন "তোমরা যে অনুমান করিতেছ, ইহারা মত্ত, তাহা নয়।" (১৩-১৫ পদ)

এটাই স্পষ্ট যে তাদের মধ্যে একজনকে বক্তা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই পিতরকে দিয়ে শুরু করা হল। শিষ্য যোহন ও পিতরের সঙ্গে

ছিলেন আর মাঝে মধ্যে তিনিও বলতেন, এটা ৪ অধ্যায় ১৩, ১৯ (আরও ৩:১, ৪, ১১ এবং ৮:১০) যে যোহন পিতরের সহিত ছিলেন । মনে করুন কেমন প্রভু যীশু পার্থিব পরিচর্যার সময় কয়েক বার তিনি শিষ্যদের ধমক দিয়েছিলেন কারণ তাদের মধ্যে হিংসা ভাব একে অপরের প্রতি ছিলো তাদের মধ্যে কে মহান বলে (লুক ৯:৪৬; ২২:২৪) । এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন নেই প্রতিযোগিতার বিষয় উল্লেখ নেই যখন থেকে যীশু স্বর্গারোহন করেছেন তারা সেই শিক্ষা শিখেছেন । তারা একসাথে মিলে সম্মিলিত কাজ করছেন।

প্রচারের ফল স্বরূপ :

ফলতঃ যেরুশালেমে চার্চ (মণ্ডলী) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পঞ্চপঞ্চমীর দিন থেকে বিশ্বাসীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো । ভীষণভাবে অনেক হাজার লোক ধর্মান্তরিত হয়ে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হল (প্রেরিত ২:৪১; ৪:৪) । প্রেরিত ৬ অধ্যায় আমরা দেখেছি যে ১২ জনদের কাছে বাড়ন্ত মণ্ডলীর বিভিন্ন পরিস্থিতির কাজ সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না । তাদের কী করতে হয়েছিল ? তখন সেই বারো জন প্রেরিত শিষ্যসমূহকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, আমরা যে ঈশ্বরের বাক্য ত্যাগ করিয়া ভোজনের পরিচর্যা করি, ইহা উপযুক্ত নহে।" তবে সেই বারো জন শিষ্যসমূহকে ডাকিয়া বললেন তোমরা আপনাদের মধ্যে হইতে সুখ্যাতিপন্ন এবং আত্মায় ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ সাত জনকে দেখিয়া লও, তাহাদিগকে আমরা কাজের ভার দিব ।

বিশেষ করে নজর দিই তবে শিষ্যেরা মণ্ডলীর লোকেদের সিদ্ধান্ত নিতে যদি বলেছিলেন । এই অনুরোধে সমস্ত লোক সন্তুষ্ট হইল আর তাহারা কয়েক জনকে মনোনীত করিল । স্তিফান (এবং আরো ৬ জন) ৪-৫ পদ । এখানে একটি অর্থবহ পাঠ আছে এই কার্য্যপ্রণালীতে, আমরা হয়তো এটাই আশা করেছিলাম যে বারো জন প্রেরিত তাদের মধ্যে কাজ বেছে নেবেন, কিন্তু তারা শিষ্যসমূহদের মধ্যে সমর্পন করেছিলেন । এটাই বহু ইঙ্গিতের

শুরু যে সব সদস্যেরা মণ্ডলীর প্রত্যেক কাজে জড়িয়ে থাকবে। পৌল এই পত্রটি প্রত্যেক সদস্যদের কাছে লিখেছেন । শুধুমাত্র প্রাচীনদের নয় (ফিলি ১:১) ।

প্রেরিত ১৫ অধ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করি যাতে নতুন এবং মুখ্য সমস্যা উঠেছিল প্রাচীন মণ্ডলীতে । পৌল ও বার্ণব্বা একটি যিরুজালেমের দিকে বিশেষ যাত্রা করেছিলেন এই অভাবের কারণে । "পরে তাহারা যিরুসালেমে উপস্থিত হইয়া মণ্ডলী, প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন (৪ পদে) যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাদের ভ্রাতাদের মধ্যেই, সবে ধর্মান্তরিত ফরীশী দলের কয়েক জন (৫ পদ) বলতে লাগছিলেন যে সেই পরজাতির লোকেদের ত্বকছেদ করা এবং মোশীর ব্যবস্থা পালন করা আবশ্যক ।

তাহলে, এই বিবেচনা করার জন্য যিরুশালেম সংগঠনকে ডাকা হল। ৬ পদে আমর' শিখছি যে, "আলোচনা করিবার জন্য প্রেরিতগণ ও প্রাচীনবর্গ সমবেত হইলেন ।" আরো পড়লে আমরা জানতে পারবো যে সেখানে অনেক মতবিরোধ ছিল; পরে পিতর তার অভিজ্ঞতার কথা কিভাবে কর্নেলিয়াসকে পরিবর্তন করলো । তারপর ১২ পদটি পড়ি "তখন সমস্ত লোক নীরব হইয়া পৌল ও বার্নব্বার কথা শুনিল ।" এতে পরিস্কার ভাবে বলা নেই যে 'সমস্ত লোক' বলতে সমস্ত মণ্ডলীর কথা বলছে, অথবা বহু প্রাচীন প্রেরিতদের সঙ্গে এই সময় বার্তালাপ করছেন । যাকোব, সেই যাকোব প্রভূ যীশুর ভাই প্রেরিতদের নয়, তিনি সমিতির সভাপতি পুরো বিষয়ের সমষ্টি করতেন ও সুপারিশ করতেন যা সিদ্ধান্ত হত ।

এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে পুরো জগতের মণ্ডলীকে এবং আমরা পড়ি "এতে প্রেরিতগণ প্রাচীনবর্গ সমস্ত মণ্ডলীর সহযোগে প্রসন্ন হতেন।" (১১ পদ) এটা করতে, পত্র লিখতে হত এবং লোক পাঠাতে হত সমাচার পৌছানোর জন্য । একটি বড় দল লেগে থাকতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য । পরিস্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে ।

সম্মিলিতকার্যের মূলনীতি বা নিয়ম :

পৌল তার পত্রে, বোধাতে চাইছে যে মণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহ । সেই হচ্ছেন মস্তক, পৌল লিখছেন "কেননা যেমন আমাদের এক দেহ অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের একরূপ কার্য্য নয় তেমনি এই অনেকে যে আমরা খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । (রোমীয় ১২:৪-৫) মণ্ডলীকে একটাই লক্ষ থাকতে হবে যে একটাই দেহ, একসাথে সম্মিলিত হয়ে কাজ করতে হবে, সেই দান ও সমর্থ ব্যবহার করতে হবে যার যেরকম ক্ষমতা আছে । পৌল আরো লিখছেন "যে শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষাদানে, কিম্বা যে উপদেশ দেয়, সে উপদেশ দানে নিবিষ্ট হউক, যে দান করে, সে সরল ভারে, যে পরিচালনা করে, সে উদ্যোগ সহকারে, যে দয়া করে, সে হৃষ্টচিত্তে করুক" (৭-৮ পদ) । আরেকটা জায়গায় (১ করি ১০:১৭) পড়ব" অনেকে যে আমরা। এক শরীর কেননা আমরা সকলে সেই এক দেহের অংশী । তিনি বোঝাতে চাইছেন যে সম্মিলিত কার্য্য অনেক অঙ্গের প্রয়োজন যেমন "অনেক অঙ্গ কিন্তু এক দেহে অবস্থিত । আর চক্ষু কখনও হাতকে বলতে পারে না যে তোমার কোন প্রয়োজন নাই অথবা মস্তক তার পাঁ কে বলবে না তোমার কোন প্রয়োজন নেই । তিনি এটাও লিখছেন "সমস্ত দেহ যদি চক্ষু হইত, তবে শ্রবন কোথায় থাকিত ? এবং সমস্তই যদি শ্রবণ হইত, তবে ঘ্রাণ কোথায় থাকিত ?" (১ করি ১২:১২-২৪) ।

এই সব কিছুর মধ্যে নম্রতার আত্মা একে অপরের প্রতি আছে । প্রেরিত পিতর লিখছেন "তদ্রুপ হে যাকোবেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও, আর তোমরা সকলেই একজন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন কর। কেননা ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন । কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন । অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের নীচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময় তোমাদিগকে উন্নত করেন ।" (১ পিতর ৫:৫-৬)

প্রেরিত পৌল ইফিষীয় বিশ্বাসীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন "খ্রীষ্টের ভয়ে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও ।" (ইফি ৫:২১) আরেক জায়গায়

পৌল লিখছেন "ভাতৃ প্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদরে এক জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর ।' (রোমীয় ১২:১০)

আমরা পরিস্কার ভাবে দেখতে পারছি যে মণ্ডলীতে কেবল একজন প্রাচীন অথবা নেতা কেবল কাজ করবে তা নয় কেবল একজন ব্যক্তি মণ্ডলীর সব দায়িত্ব ও মুখ্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে না । আর না সে আদেশ দিতে পারবে যে তাদের কি বিশ্বাস করতে হবে আর কেমন আচরন করতে হবে । আমরা শুনেছি একটি খুবই শোকবহ উদাহরণ এই ঘটনার বিষয় আজকের চার্চের মধ্যে, কিছু নেতা আছে যারা দমন করে থাকে সম্ভাব্য প্রতিযোগী শিক্ষকদেরকে , তারা ভয় করে যে তাদের সদস্যদের নিয়ে যাবে আরেকটি চার্চ গঠন করার জন্য । ওখানে একটি প্রলোভন আমাদের মধ্যে থাকে যে কেউ শারীরিক ভাবে নেতৃত্বভাব দেখায় মণ্ডলীতে, সাদা পোশাকে সভায় যোগদান দেওয়া ও প্রথম স্থানে বসা । খ্রীষ্টাডেলফিয়ান ভাইয়েরা এর ঠিক বিপরীত কাজটি করে, প্রাচীনেরা সব সময় উৎসাহ দেয় সদস্যদের মধ্যে প্রতিভাগুলি সে যেখানেই হোক অথবা যখনই হোক একটি সম্মিলিত মণ্ডলী গড়ে তোলার জন্য ।

আদি মণ্ডলীতে প্রাচীনদের দায়িত্ব :

প্রেরিত ২০ অধ্যায় পড়ল কেমন করে পৌল "ইফিষে লোক পাঠাইয়া মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে ডাকাইয়া আনিলেন । আর যখন তাঁহারা তাঁহার নিকটে আসিলে (১৭-১৮) তিনি তাহাদিগকে কহিলেন । সেই উপদেশ শীর্ষবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছালো যখন তিনি বললেন, "তোমরা আপনাদের বিষয়ে সতর্ক হও এবং বিশ্বাসীদের বিষয়ে মনোযোগ দেও পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া যাহার মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে মনোযোগী হও ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন কর যাহাকে তিনি নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন ।" (২৮ পদে) এটাই হচ্ছে মূল পদ (চাবিকাঠি) যা প্রাচীনদের ভুমিকা বা কার্য্যাবলি, তারা মেষপালক । প্রভূ

যীশুর অন্তিম বার্তা পিতরকে বলেছিলেন "আমার মেষশাবকগনকে চরাও, তারপর মেষগনকে পালন কর এবং শেষে কহিলেন আমার মেষগনকে চরাও । (যোহন ১০:১৫-১৭) । যীশু যেমন হারানো মেষের দৃষ্টান্তর কথা বলেছিলেন ঠিক একই ভাবে হারিয়ে যাওয়া মেষদেরকে খুঁজে বার করে পালের মধ্যে নিয়ে আসার দায়িত্ব মেষ পালকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ।

আরেকটা বিষয় যেটা আমাদের বুঝতে হবে পবিত্র আত্মার ভূমিকা, নিজের কার্য্যের জন্য অথবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার প্রয়োজন নাই । প্রভূ যীশু আত্মার দ্বারা তাদের মধ্যে কাজ করছিলেন, পরিনাম এই ছিল যে তারা মেষপালক হিসেবে তাদের ভূমিকা নেবে । যদিও বা সেই দিনগুলিতে প্রমাণ আছে যে পবিত্র আত্মা প্রত্যেক সদস্যদের উপর অবতরন হত, "কেবল প্রেরিতে গনই কর্ত্তৃক অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন কার্য্য সাধিত হত যেটা হল" একমাত্র প্রেরিতদের চিহ্ন কাজ । (২ করি ১২:১২; প্রেরিত ১:৪৩; প্রেরিত ৫:১২)

সেখানে কোন পরামর্শ দেওয়া নেই নুতন নিয়মে প্রাচীনেরা তাদের কার্য্যের জন্য বিশেষ আত্মিক সাহায্য চেয়েছিলেন । সেই বিষয় ব্যাখ্যা করা নেই । তারা একটা কাজ নিরন্তর করেছিলেন সেটা হল প্রার্থনা — লক্ষ্য করবেন তারা কতবার প্রার্থনার সাহায্য নিতেন — প্রেরিত ১:১৪; ২৪; ৪:৩১; ৬:৪-৬ ইত্যাদি । প্রেরিতদের প্রতীজ্ঞা করেছিলেন তিনি সাহায্য করবে যখনই তাদের প্রয়োজন হবে, প্রভূও প্রতীজ্ঞা করেছিলেন ১২ জনকে যে তিনি সর্বদা আত্মার দ্বারা তাদের সাথে থাকবেন "আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না ।" (যোহন ১৪:১৭-২০) । কেমন করে পবিত্র আত্মা তাদের জন্য কার্য্য করতেন সেটা আমাদের মনুষ্য চিন্তাধারার বাইরে। একটা জিনিস করেছিলেন সেটা যীশু যে সব কথা বলেছিলেন সেটা স্মরণ করিয়া দিয়েছিলেন। (যোহন ১৪:১৬) । সেই জন্যে আমরা বিশ্বাস করি নুতন নিয়ম সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে, যীশু খ্রীষ্ট যে বাক্য বলে গেছেন সঠিকভাবে লেখা আছে। এটার জন্যেও যখন নুতন নিয়ম প্রচার করা হচ্ছিল এই বিশেষ আত্মার শক্তি বিরত হয়ে গিয়েছিল, তার আর কোন

প্রয়োজন ছিল না। পৌল এই মন্তব্য করেছিলেন যে, পবিত্র আত্মা তাদের কেবল তত্ত্বাবধানকারি করেছিলেন অর্থাৎ সেটা খ্রীষ্টের ইচ্ছা ছিল এই ভূমিকা নেওয়ার জন্য । এটা কেবল মহিমান্বিত খ্রীষ্ট যিনি তাদের উপর আত্মার বর্ষন করেছিলেন (প্রেরিত ২:৩৩) আর এটা প্রাচীনদের দায়িত্ব যে তারা সেই আত্মিক দাবি স্বীকার করে নেবে যেটা পবিত্র আত্মা তাদের দিয়েছেন । এটাই তাদের সামনে এনেছেন এবং সেই প্রথম মণ্ডলীর মধ্যে প্রেরিতদের কর্ণধার অথবা নেতা করা হয়েছিল (১ করি ১২:২৪)

তাদের নেতৃত্বের পদ অলৌকিক ভাব দেয়নি, বিশেষ আত্মিক শক্তি দান করা হয়েছে সেই ভূমিকা পূরণ করার জন্য । তাদের মুখ্য শক্তির উৎস ছিল প্রার্থনা — "আমরা প্রার্থনার ও বাক্যের পরিচর্য্যার নিবিষ্ট থাকিব।" (প্রেরিত ৬:৪) । এটা আমাদেরও শক্তির মুখ্য উৎস, ঈশ্বরের বাক্য পাঠের সহিত প্রার্থনা । আত্মিক শক্তির জরুরি প্রয়োজন স্পষ্ট হয়েছে, পৌল কী বলছে পরের দুই পদে প্রেরিত ২০:১৯-৩০ "আমি জানি আমি গেলে পর দুরন্ত কেন্দুয়ারা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবে, পালের প্রতি মমতা করিবে না এবং তোমাদের মধ্য হইতেও কোন কোন লোক উঠিয়া শিষ্যদিগকে আপনাদের পশ্চাতে টানিয়া লইবার জন্য বিপরীত কথা কহিবে ।" প্রাচীনদের হয়তো অধিক দায়িত্ব ছিল খ্রীষ্টেতে বৃদ্ধি পাওয়া অন্যদের থেকেও । মনে করুন কেমন ১২ জন শিষ্য সাংগঠনিক কার্য্য চায়নি মণ্ডলী যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যমনষ্কতা নিজেরা সমর্পন করেছিল নিজেদের প্রার্থনাতে এবং বাক্যের পরিচর্য্যাতে আজকের প্রাচীনদেরও করা উচিত এটাই জরুরী কর্তব্য যে তাদের সময় ব্যবহার করা উচিত ঐ ভাবে ।

আমরা আশা করছিলাম এক নিখুঁত মণ্ডলী যা প্রাদর্শন করবে সেই নিখুঁত খ্রীষ্টের শরীরের মানদণ্ড । কিন্তু বাস্তবে আমাদের মনুষ্যদের দুর্বলতার সম্মুখীন হতে হয় । যখন প্রত্যেক প্রাচীন স্বভাবের নিজেদের বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বা বিশিষ্ট বলে ভাবতে থাকে এবং যখন তারা আনন্দ উপভোগ করে যে তারা সর্বশ্রেষ্ট বলে গন্য তখনই মণ্ডলীতে গুরুতর সমস্যা শুরু হয় । যদি ঈশ্বরের প্রতি ভয় ও সম্ভ্রম থাকে তাকে এইসব চিন্তাধারা সরে যেতে পারে।

যারা ঈশ্বরে ভয় করে না তারা নেকড়ে বাঘে পরিনত হওয়ার পথে কেন এইরকম ঘটে ? একটি প্রশ্ন রাখছি যার উপর ধ্যান দিতে হবে । যদি সব কিছু মসৃন ভাবে হতো, যেমন জাহাজ যখন সমুদ্রের উপরে চলে, যদি ঝড় ঝাপটা না থাকে জাহাজ বিপদে না পড়ে নাবিক শেখে না । ঠিক সেই একইভাবে বিপদে না পড়লে যদি ঝড় ঝাপ্টা না থাকে বিপদ ঝুঁকি ছাড়া কোন বিশ্বাসী খ্রীষ্টের আত্মাতে বেড়ে উঠতে পারে না এবং খ্রীষ্টের মত হৃদয়ও তৈরি করতে পারবে না, একজনকে এমন একটি পরিস্থিতির দরকার তাকে পরীক্ষা করার জন্য যে তিনি খ্রীষ্টের সপক্ষে না বিপক্ষে । এমনকি যীশু বাধ্যতা শিখে ছিলেন সেই সব জিনিস যেখানে ওনাকে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল । (ইব্রিয় ৫:৮)

নতুন নিয়মের মধ্যে শেষ ভাগের একটি বইতে প্রেরিত যোহন একটি মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন "প্রাধান্য প্রিয় দিয়ত্রিফি আমাদিগকে গ্রাহ্য করে না এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট নয়, সে আপনিও ভাতৃগনকে গ্রাহ্য করে না । আর যাহারা আসিতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকেও বারন করে এবং মণ্ডলী হইতে বাহির করিয়া দেয় । "প্রিয়তম যাহা মন্দ, তাহার অনুকারি হইও না কিন্তু যাহা উত্তম তাহার অনুকারি হও সে ঈশ্বর হইতে কিন্তু যে মন্দ কার্য্য করে সে ঈশ্বরকে দর্শন করে নাই ।" (তৃতীয় যোহন ৯-১১ পদ) সেই ছোট পদটির বিষয় চিন্তা করুন "সে ঈশ্বরকে দর্শন করে নাই ।" হ্যাঁ এই মানুষেরা ঈশ্বরের সম্পর্কে সব কিছুই জানতেন । ঠিক যেমন সদ্দুকী এবং ফরিশীরা যীশুকে হিংসা করতো । তারা যীশুর বিষয় অনেক কিছু বলতো কিন্তু তাদের মনের চোখ বন্ধ ছিল ঈশ্বরের উপস্থিতি তাদের জীবনের মধ্যে। তারা এই বিষয় সত্য সজাগ নয় যে পরাক্রমশালী ঈশ্বর তাদের সব চিন্তা ধারা জানেন । (গীত ১৩৯:১-৭ পড়ুন)

সকল প্রাচীনদের এই বিষয়গুলিতে ধ্যান বা মনযোগ দেওয়া উচিত এবং জিজ্ঞাসা করুক "ওরা কি ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে, তাদের মধ্যে কী জীবিত সম্পর্ক আছে ঈশ্বরের সঙ্গে ?" কতটা সত্যি তাদের প্রার্থনা ? যদি প্রভু যীশু কোন কোন সময় পুরো রাত্রী কাটাতেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা

করে (লুক ৬:১২) — তাহলে কত অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের পক্ষে নিয়তো প্রার্থনা করা (১ থিষ ৫:১৭) যদি আমরা সত্য রূপে জীবন্ত ঈশ্বরের দাস হতে চাই ধ্যান করুন আমাদের ব্যাক্তিগত প্রার্থনা কেমন করে ঈশ্বরের সম্মুখে রাখব। কতটা সরল আন্তরিক ? আমাদের পুরোপুরিভাবে অন্তর ও মন থেকে ঢেলে দিতে হবে। সাধারনত অন্য মহিলা বা পুরুষ শুনতে পারবে না কেবল মাত্র ঈশ্বর শুনবেন। সত্যই কি তাহাদের প্রার্থনা খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয় যা খাঁটি শুগন্ধ ধূপ স্বরূপ। মণ্ডলীর মাধ্যমে জনসাধারনের জন্য প্রার্থনা কী হবে ? যীশু বলে গেছেন প্রার্থনা বিষয় ? (মথি ৬:৫-৭) কখনও প্রার্থনা লোকদের দেখানোর জন্য অথবা বলা যায় স্বর্গে যে আছেন তাকে সম্বোধন জানানো থেকে মানব শ্রোতাদের শোনানোর থাকে কিছু প্রার্থনায়ে শব্দ ব্যবহার করা হয় যেমন প্রেইজ দা লর্ড , প্রেইজ যীজাস ও হাল্লেলুইয়া অনেক পরিমানে পুনরুক্তি করে। খালি পুনরুক্তি আমাদের মনে রাখতে হবে যীশু বলেছেন — 'আর প্রার্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি করিও না। যেমন জাতিগন করিয়া থাকে, কেননা তাহারা মনে করে বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রার্থনার উত্তর পাইবে। (মেথি ৬:৭, প্রেরিত ১৯:৩৬)

যখন আমরা বলি "প্রেইজ দা লর্ড" এটি নির্দিষ্ট কোন ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য বলে থাকা উচিত। তাহার পরাক্রম কার্য্য সকলের জন্য তাহার প্রশংসা কর।' (গীত ১৫০:২)

বর্তমান চার্চগুলিতে বিশেষ করে পেন্টিকস্টলস্ এক পুরোহিত কর্ত্তৃত্য দেখাতে ভালোবাসে তার হাত বাড়িয়ে দেয় যারা নতুন খ্রীষ্টেতে বাপ্তাইজিত জল থেকে বের হয়ে আসে। নুতন নিয়মে প্রথম শতাব্দীতে এই রকম অভ্যাস ছিল না। প্রেরিতেরা যখন অলৌকিক আত্মার দান গুল সম্পন্ন করতেন তখন হাত বাড়িয়ে আশির্বাদ করা। (দেখুন প্রেরিত ৮:১৭; ১৯:৬; ১ তিমথীয় ৪:১৪; ২তিম ১:৬) সেখানে দুটো উপলক্ষে একটি দলকে বেছে নেওয়া হত বিশেষ কাজের জন্য। (দেখুন প্রেরিত ৬:৬; ১৩:৩) এবং এটি লক্ষের বিষয়ে যে সেই উপলক্ষে 'তারা' হস্তার্পন করতেন। কেউ

একজনের দ্বারা করা হোত না ।

সেখানে যে ভাই পরিচালনা করবে তার ঝোঁক থাকবে যে প্রভূ ভোজের সময় (এবং এই দায়িত্ব প্রত্যেক প্রাচীন ও যোগ্য ভ্রাতাদের নেওয়া উচিত) রুটি হাতে নিয়ে উর্দ্ধে এবং দ্রাক্ষারস নিয়ে প্রার্থনা করা । এইরকম করা মানে অন্য চার্চকে নকল করা ও অন্য চার্চ গুলি রোমান ক্যাথলিক থেকে নকল করা । এই সব রকম বিষয় বাইবেলের কোন অংশতে নেই ।

প্রাচীন হওয়ার কোন যোগ্য আছে ? এখন আমাদের ধ্যান ঘোরাতে হবে কি গুণ থাকা দরকার প্রাচীনের মধ্যে । নতুন মণ্ডলীতে যেটা সবে শুরু হয়েছে অনেক নতুন ধর্মান্তরিত আছে, ঠিক সেই রকম মণ্ডলীতে প্রাচীনদের গুণাবলী ধর্মান্তরিত থাকা দরকার। তা সত্বেও আমাদের শাস্ত্রে নিয়ম গুলি পৌলের চিঠিতে লিখে গেছেন কখন প্রাচীনদের বেছে বা নির্বাচন করা হয়েছে । এই শাস্ত্র অংশগুলি দেখায় যে কিছু ভ্রাতারা প্রাচীন হতে চাইবে যারা শাস্ত্র অনুযায়ী যোগ্যতা নেই এই স্থান অর্জন করবার ।

একটি ভাল শুরু করার বিন্দু হচ্ছে গুরুত্বভাবে পড়া প্রেরিত পৌল কি বলছেন প্রাচীনদের বিষয় তিনি লিখেছেন তীতকে, তিনি তীতকে আদেশ দিলেন প্রত্যেক নগরে প্রাচীন দিগকে নিযুক্ত কর । (তীত ১:৫) । এতে দেখা যাচ্ছে যে যখন মণ্ডলী প্রতিনিয়ত হচ্ছিল যারা তৈরী করে ছিল হয়তো একান্ত দায়িত্বে নিয়ে উপযুক্ত হওয়ার মত প্রাচীনদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, কোন ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার উল্লেখ আছে । একজন দেখতে পায় পৌল তীতকে কী লিখে ছিলেন যে এক বিশপ এক প্রাচীন থেকে উর্দ্ধে নয়; আমরা বলি এক থেকে বেশি নয়; কিন্তু কি মহান দায়িত্ব । কি বিশেষ সুবিধা হওয়া ঈশ্বরের সহিত কাজ করার মেষ পালকদের রক্ষণা বেক্ষণ করা ।

ধরে নিন কি রকম লাগবে একজনকে তার "এক মেষ পালক হওয়া অন্যদের সাথে যৌথ বা দলগত হওয়া, মুখ্য মেষ পালের দিকে চেয়ে থাকা পরিচালনার জন্য এবং তার আগমন দেখার জন্যে — এবং তাকে সেবা করা সত্য আত্মার সহিত যতক্ষণ উনি দেখান । ভালোভাবে লক্ষ্য

করুন ঠিক কি ধরনের ব্যাক্তি পৌল তীতকে আদেশ দিয়েছিলেন নিযুক্ত করার জন্য ।

আমরা পড়ি, যে ব্যক্তি অনিন্দনীয় ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামী যাহার সন্তানগন বিশ্বাসী, নষ্টামি দোষে অপবাদিত বা অদম্য নয় (তাহাকে নিযুক্ত কর) । কেননা ইহা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ বলিয়া অনিন্দনীয় হন, স্বেচ্ছাচারি কি আশুক্রধী কী মদ্যপানে আসক্ত কি প্রহারক কি কুৎসিত লাভের লোভী না হন । কিন্তু অতিথিসেবক সৎপ্রেমিক, সংযত ন্যায়পরায়ন, সাধু ও জিতেন্দ্রিয় হন এবং শিক্ষানুরূপ বিশ্বসনীয় বাক্য ধরিয়া থাকেন । এই প্রকারে যেন তিনি নিরাময় শিক্ষাতে উপদেশ দিতে এবং প্রতিকুলবাদীদের দোষ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন । (১:৬-৯) মণ্ডলী যারা সিদ্ধান্ত নেয় কাকে প্রাচীন করা উচিত । সেই বিবরণগুলি পয়েন্টে পয়েন্টে দেখে নিতে হবে । তাদের আরও পাশাপাশি পদ দেখে নিতে হবে ১ তিমথীয় ৩:১-৭ পদে । আসুন দেখে নিই যে গুণাবলী পৌল আমাদেরকে বলে গেছেন দেখতে ভ্রাতাদেরকে প্রাচীন বলে নিযুক্ত করার জন্য ।

বৈবাহিক অবস্থান : প্রাচীনেরা যারা দায়িত্ব সম্পন্ন মণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষন করছেন তাদের বিবাহিত হতে হবে, সঙ্গে সন্তানগন বিশ্বাসী হতে হবে । তীমথিয়কে লেখার সময় পৌল ব্যক্ত করছেন যে ব্যাক্তি "আপন ঘরের শাসন উত্তমরূপে করেন এবং সম্পূর্ণ ধীরতা সহকারে সন্তানগনকে বশে রাখেন । কিন্তু যদি কেহ ঘর শাসন করিতে না জানে সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করিবে? আগে আরো পৌল লিখছেন তিনি এক স্ত্রীর স্বামী হবেন (দেখুন ১ করি ৭:২-৩ ৩৯) ঘটনা যে এক থেকে অধিক স্ত্রীর অনুমতি ছিল পুরাতন নিয়মে, যা আর নুতন নিয়মে প্রমাণ নেই। আমরা সঠিকভাবে দেখে নেব কেমন করে যীহুদি নেতাদেরকে যীশু ধমক দিয়েছিলেন স্ত্রীর পরিত্যাগের নিয়মগুলি বেকিয়ে দেওয়ার জন্যে (মথি ১৯:৩-২০), এটি প্রমাণ আছে যে কোন স্ত্রী পরিত্যাগ ভাইদের মণ্ডলীর প্রাচীন হওয়ার যোগ্যতা নেই ।

অনিন্দনীয় – আমরা কেমন করে বুঝবো যে পাপবিহীন কেউ নেই ? অনেক আধুনিক অনুবাদে আছে । নিন্দার উর্দ্ধে বা যার সুনাম বা খ্যাতি আছে এমন মানুষ বা যেটা হচ্ছে অন্যের দৃষ্টিতে অনিন্দনীয় বা নির্দোষ রূপে দাঁড়িয়ে আছে এমন ব্যক্তি, সে কখনই হবে না অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বা শিক্ষানবিশ আর যদি এইরকম ব্যক্তি প্রাচীনের দায়িত্বে বসে তাহলে অবশ্যই তার মধ্যে দর্প বা অহংকার আসতে পারে ।

স্বেচ্ছাচারহীনতা : সে যেন নিজের ইচ্ছাকে দমন করে, সেই প্রভুর উদাহরণ অনুস্মরণ করে পিতার কাছে প্রার্থনা করে ''আমার ইচ্ছা নয় কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'' (লুক ২২:৪২)

আশুক্রোধী অথবা প্রহারক না হন : কোন ব্যাক্তি যার প্রবণতা ক্রোধ ও বধ মেজাজ ও প্রহারক সে কখনো প্রাচীন হতে পারবে না।

মদ্যপানে আসক্ত নয় : আনেক আধুনিক অনুবাদে বলে মদ্যপান মাতাল নয় অথবা অধিক মদ্যপানে আসক্ত নয় । অনেকেই এই জগতে মদ ব্যবহার করে তাদের বোঝা 'ভূলবার' জন্য যেটা ঈশ্বরের কাছে সব বোঝা ফেলে দিয়ে তাঁর সাহায্য চাওয়ার জন্য সব বিশ্বাসীদের করা উচিত । যদিও বা কোন কোন অনুষ্ঠানে মদ পান করা খারাপ নয়। পৌল তিমথীকে উপদেশ দিলেন ''এখন অবধি জল পান করিও না, কিন্তু তোমার উদরের জন্যও তোমার বার বার অসুখ হয় সেই জন্য কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস ব্যবহার করিও । (১ তীমথিয় ৫:১৩) । কিন্তু সতর্ক থাকুন, একজন কিম্বা দুইজন অনুস্বরূপ করতে গিয়ে শেষ হয়ে অল্প থেকে বেশি মাত্রায় ! মদ্য মাতালদের জন্য ঈশ্বরের রাজত্বে কোন স্থান নেই !

লোভী না হন : কোন ব্যক্তি নেই যে এই জগতের অধিকারী হতে চাইবে না। বদলে কেউ যদি পুরো ভাবে বুঝতে পারবে যে আমাদের জীবনের

কেন্দ্র বিন্দু এটাই না যে কেবল এই জিনিস যা চাই আমরা তারই অধিকারী হবে । মনে করুন যীশু কী বলে গেছেন এর বিষয় - দেখুন লুক ১১:১৫

অতিথিসেবক : যে সর্বদা তৈরি হয়ে থাকবে ঘরের দ্বার অতিথিদের জন্য খোলা রাখার, সেবার আয়োজন করা যাদের প্রকৃত ভাবে প্রয়োজন আছে ।

সৎপ্রেমিক : নোট করুন এই শব্দটি 'প্রেমিক' শুধু কেবল কোন সময় কারও ভাল কাজ করার অনুভব করবে তা নয় । কিন্তু যে ভালবাসে কারও ভালোভাবে জানাকে সে জানে যে সেটি তাকে দেবে সত্য অনুভব অত্যাধিক আনন্দ তৃপ্তি । দেখুন তীত ১:৭; মথি ৫:৪৪-৪৬ ।

সংযত : বিভিন্ন আধুনিক অনুবাদে শব্দগুলি ব্যবহার করে সংবেদনশীল অথবা আত্মসংযম । অন্য শব্দে বলা হয় সংবেদনশীল ও শান্ত থাকা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সময় ।

ন্যায় পরায়ন সাধু : এক সত্য ধার্মিক ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত নেয় যে করবে যতদূর সম্ভব যীশুর মতই ।

এক শিক্ষক বিশ্বাসনীয় বাক্য দৃঢ়ভাবে ধরে থাকেন : সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী লক্ষ করুন বিশেষ ধ্যানে পৌল তার পত্রে তিমথীয় কে বলছে । (১ তিম ১:৩-৭; ১:৭, ১২, ৬:৩-৫ তিম ২:২) এটাও লক্ষ করুন পৌল কোন ভগ্নীকে প্রচার করতে দেননি । তাহলে তারা প্রাচীনও হতে পারবে না । তাদের পুরুষদের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারবে না (১ তিম ২:২২) । শিক্ষা দেওয়ার দক্ষতাদরকার, যেটা প্রয়োগ হয় দুটি ভাবে মেষশাবকদের উৎসাহ দিতে এবং আরও মোকাবিলা করবে । তাদের যারা ভূল শিক্ষাকে প্রচলন করছে। অন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া বিপদ আছে নিজের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে নিজেকে মনে করে এবং প্রত্যেকে যাকোবের বাক্যে গুরুত্ব

দেওয়া উচিত, "হে আমার ভ্রাতৃগন, অনেকে উপদেশক হইও না, তোমরা জান অন্য অপেক্ষা আমাদের ভারী বিচার হইবে। (যেকোব ৩:১)

এখন আমরা মনোযোগ দেব একটি প্রকৃত বাক্যাংশে পৌল ব্যবহার করেছেন, তিনি লিখেছেন যে এক প্রাচীন হল "ঈশ্বরের দেওয়ান।" দেওয়ান সেই সব দিনের একজন ছিলেন যিনি মালিক সে তাকে ভার দিয়ে যায় তার ব্যবসা দেখা করার জন্য অথবা তার মূখ্য সহকর্মি এমনকি সে তার আঙুরের খেতের দেখাশুনা করত। যেটি আপনারা যীশুর উপমাতে পড়তে পারছেন (লুক ১৬:১-১১; মথি ১০:৮)। তাহলে এক প্রাচীন নিজেকে দেখতে পারবেন যে তার কাছে কত বড় দায়িত্ব আছে। কিন্তু এটি সব থেকে প্রথম ও মুখ্যত। ঈশ্বরের দায়িত্ব। প্রাচীনদের ভার ও দায়িত্ব কেবল তারাই পাবে যাদের প্রকৃত ঈশ্বরকে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধার সহিত জানার ইচ্ছা থাকবে। এটি একটি কাজ তাদের জন্য যাদের সত্যি প্রকৃত প্রেম তার ও তার সন্তানের যীশু খ্রীষ্টের প্রতি, যার মাধ্যমে পরিত্রান আমাদের অনন্ত জীবনের আশা আছে। প্রাচীনদের দেখতে হবে জীবনের প্রকৃত অর্থ, দেখতে হবে সত্য আলো যেটা পৃথিবীর অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেই কেবল আলো - এবং পুরো ভাবে বুঝতে হবে তাদের দায়িত্বগুলি সেই আলোর তত্ত্বধায়ক হয়ে, সাহায্য করবে চমকাতে আরো বেশি উজ্জ্বল ভাবে।

প্রেরিত পিতর একটি বিশেষ সংবাদ প্রাচীনদেরকে দিয়েছেন। আপনারা এটা পড়তে পারবেন ১ পিতর ৫ অধ্যায়। অতএব তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনবর্গ আছেন, তাহাদিগকে আমি সহপ্রাচীন, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সাক্ষী এবং প্রকাশিতব্য ভাবি প্রতাপের সহভাগী আমি - বিনতি করিতেছি; তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে তাহা পালন কর, অধ্যক্ষের কার্য্য কর, আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরের অভিমতে, কুৎসিত লাভার্থে নয়, কিন্তু উৎসুক ভাবে কর, নিরুপিত অধিকারের উপরে কর্ত্তৃত্বকারীরূপে নয়, কিন্তু পালের আদর্শ হইয়াই করা তাহাতে প্রধান পালক প্রকাশিত হইলে তোমরা অম্লান প্রতাপমুকুট পাইবে। (১-৪ পদ) যারা সব প্রাচীনের মত আছেন এই বাক্যটি বার-বার করে পড়া উচিত এবং মুখস্ত

রাখা উচিত ।

অনেকে আছেন যারা পিতরের কথায় গুরুত্ব দেয় না প্রেরিত পৌল যতদূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি যায় সেদিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যখন তিনি ইফিষিয়তে শেষ বারে ছিলেন । তত সময় থেকে আজ পর্যন্ত দুই হাজার বৎসরের ও বেশি পার হয়ে গিয়েছিল, প্রায়ই সব মণ্ডলী সেই দর্শনগুলি হারিয়ে ফেলেছে । পিতরের উপদেশ সকল ভুলে গিয়েছে । সে নিজেকে সহপ্রাচীন বলে ঘোষিত করেছিল এবং এটাই ব্যাখ্যা করছে কত বড় দ্বন্দ্ব রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে হয়েছিল যে যিনি হয়েছিলেন প্রথম পোপ ! তারা বলে পিতর ছিল প্রথম পোপ ।

যে সব প্রাচীনেরা আছে বর্তমান খ্রীষ্টাডেলফিয়ান মণ্ডলীতে মারাত্মক ভূল নিম্ন মাত্রায়ে যদি তাদের চারিপাশে চার্চের উদাহরনে মনোনিবেশ করে যেখান থেকে তারা এসেছে । আগের দিনে তারা ঈশ্বরের বাক্য সত্য শিক্ষা জানতো না । এখন তারা সত্য শিক্ষাকে জানে, তাদের এটাও জরুরী যে তারা তাদের জীবন উদাহরনকে অনুসরণ করে চলুক যা তারা নতুন নিয়মে পড়েছে । তাদের কাজ হল মেষপালক হওয়া ও ভেড়াদেরকে চরানো সহপ্রাচীনদের সাথে নাকি তাদের মাথার উপর প্রভুত্ব করার পরিবর্তে তাদের দায়িত্বে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করা ? প্রত্যেকজনের ভালও তৈরী করা এইজন্যই তারা তত্ত্বধায়ক সব সদস্যের ।

এটা হয়তো স্বাভাবিক হতে পারে অন্য সদস্যদের পক্ষে, মণ্ডলীর যারা নিজেদেরকে তত্ত্বাবধানকারী নয় কিন্তু মেষশাবক বলে মনে করে যে আশা করে তাদের মণ্ডলী ঠিক একই রকম চলবে অন্য চার্চের মত । যদি তারা সবে বাপ্তিষ্ম নিয়েছে গতানুগতিকভাবে আগের মত বিশ্বাসী এবং রোমান ক্যাথলিক সদস্যদের মতো তাদেরই একই রকম আশা থাকবে । সুতরাং এটি প্রাচীনদের দায়িত্ব যে তারা শাস্ত্রপদ অনুসারে তাদের শিক্ষা দেয় । এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষকেরা বাইবেলের থেকে সত্য শিক্ষা দেয়, আরও শিক্ষা দিতে হবে কেমন করে একটি সত্যমণ্ডলী কাজ করত প্রথম শতাব্দীতে। বলতে হবে কেমন করে মণ্ডলী সংযত হয়ে কাজ করতে হবে ।

তাদের বোঝা দরকার যে মণ্ডলীতে কেবল এক পুরোহিত যে সব কিছুর দায়িত্ব নেবে তা বাস্তবিক তাদের বোঝার প্রয়োজন যে তারা খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গ এবং তারা এই প্রত্যাশা করবে বিশ্বাসীদের কিছু বিশেষ তালন্ত বাড়িয়ে তুলতে। হয়তো কিছু পারদর্শিতা বা দক্ষতা প্রয়োগ করবে যা তাদের কাছে আছে আগের থেকেই খ্রীষ্টের দেহের কাজে গঠনে তারা নিজেদের নিয়োজিত করবে সেটাই হচ্ছে মণ্ডলী ।

প্রাচীনেরা মণ্ডলীর মেষপালক তাদের সম্মান জানাতে হবে নেতা বলে । এটি একটি সম্মান যেটা তারা অর্জন করবে দেখাশোনা ব্যবহারের উদাহরণ দ্বারা বা আদর্শ দ্বারা । যেমন আমরা লক্ষ করেছি শিক্ষক হওয়ার ফলে তাদের কঠোর বিচার হবে । আমরা এই বাক্যগুলি দেখবো ইব্রীয়ের পত্র 'যাহারা তোমাদিগকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া গিয়াছেন । তোমাদের সেই নেতাদিগকে স্মরণ কর এবং তাহাদের আচরনের শেষগতি আলোচনা করিতে করিতে তাহাদের বিশ্বাসের অনুকারি হও । তোমরা তোমাদের নেতাদিগের আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হও যেন তাহারা আনন্দপূর্ব্বক সেই কার্য্য করেন । আর্তস্বর পূর্ব্বক না করেন । (ইব্রীয় ১৩:৭, ১৭) এই শাস্ত্রবাক্য প্রত্যেক প্রাচীনদিগকে যত্নসহকারে দায়িত্বগুলিতে বিশেষ ধ্যান দিতে হবে যে তারা 'মেষ' রক্ষণাবেক্ষণকারী । কিন্তু আরও বেশি তাদের দেখতে হবে প্রকৃত ভাবে তাদের দায়িত্বগুলি 'মুখ্য মেষপালকের কাছে ।'

আসুন আমরা প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর পাঠ শেষ করি একটি বিশেষ ও সঠিক বাক্য দিয়ে পৌলের প্রেরিত কার্য্য ইফিষিয়দের কাছে ৪ অধ্যায় ১৫-১৬ পদ । তিনি লিখেছেন সেই প্রয়োজনকে "সর্ববিষয়ে তাহার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধি পাই, যিনি মস্তক তিনি খ্রীষ্ট ।" পৌল তারপর আরও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলেন "তাহা হইতে সমস্ত দেহ, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার যোগায়, তদ্বারা যথাযথ সংলগ্ন ও সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগের স্ব স্ব পরিমাণানুযায়ী কার্য্য অনুসারে দেহের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে । আপনাকেই প্রেমে গাথিয়া তুলিবার জন্য করিতেছে ।' প্রাচীনদের একটি মুখ্য কাজ হচ্ছে মণ্ডলীর প্রত্যেক অংশে সক্ষম কাজে সহযোগিতা করা । প্রত্যেক সদস্যদের উৎসাহ

করা হয় যেন বিশ্বাসেরা নিজের তাদের ভাগের কাজ করেন তাহলে মণ্ডলী বৃদ্ধি পাবে এই কারণে । কেননা মণ্ডলীর প্রাচীনদের নিজের ভূমিকায় তাদের সঠিক দর্শন আছে ঈশ্বরের মেষপালের উপর শাসনকারি নয় তবে দাসের মত শাস্ত্রবাক্য পাঠ করা ও জানা পুঙ্খানুপুঙ্খো রূপে জানতে হবে তাদের কি প্রয়োজন আছে । সেখানে বিশেষ সুখ্যাতি বা প্রশংসা আছে সেই প্রাচীনদের জন্য যারা এইসব দায়িত্বগুলি পালন করেন । তাদের "দ্বিগুন সমাদরের" যোগ্য গণিত হবেন । (১৩ মি ৫:১৭) এইসব প্রাচীনেরা উচ্চ সম্মান আয় করেন কারণে তারা দেখায় তাদের খ্রীষ্টের মত আত্মা আছে যেমন যত্ন নেয় মেষপালকের মত ।

মেষপালকেরা দাস মুখ্য মেষপালকের কাছে । যীশুই নিজেই একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন তাঁর শিষ্যদের কাছে । তিনি আগের থেকেই খুঁজছিলেন শিক্ষা দেবার জন্য এই সব বিষয়ে গুলিতে যখন তিনি তাদের ধমক দিয়েছিলেন তাদেরা হিংসা ও বিতর্ক হয়েছিল । লুক ২২ অধ্যায় খুলুন আপনাদের মধ্যে দেখুন ২৪-২৭ পদ তিনি কি বলেছিলেন "আর তাহাদের মধ্যে এই বিবাদও উৎপন্ন হইল যে তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গন্য ।" তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, জাতিগনের রাজারাই তাহাদের উপর প্রভূত্ব করে ও শক্তি প্রয়োগ করে । কিন্তু তিনি বললেন "তোমরা সেইরূপ হইও না । বরং তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের ন্যায় হউক এবং যে প্রধান সে পরিচারকের ন্যায় হউক . . . . আমি তোমাদের মধ্যে পরিচারকের ন্যায় রহিয়াছি ।" এই নিয়মটা তৈরি হল যেটা শিষ্যেরা অনুসরণ করার লক্ষ নিয়েছিল । তারা স্মরণে রাখল যখন মণ্ডলী বৃদ্ধি পেতে লাগলো । খ্রীষ্টকে উচ্চ মস্তক বলে, তার সঙ্গে সদস্যরা শরীরের বিভিন্ন অংশ, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা কাজ করতে লাগল মণ্ডলীতে ।

শেষে, প্রাচীনদের মনে করতে হবে তাদের যারা সব আইসোলেশন অর্থাৎ হারিয়ে গেছে নিঃসঙ্গ, যারা মণ্ডলীতে স্বাভাবিক প্রভূর ভোজের সহযোগিতায় যোগ দিতে পারেন না । যদি আপনার মণ্ডলী এইসব পরিস্থিতির ব্যক্তির নিরাসের আশে পাশে হয়ে থাকে তবে এটা আপনার কর্ত্তব্য তাদের

সাহায্য করার । যদি এটাও সম্ভব হয়ে এক প্রাচীনকে পাঠিয়ে দেওয়া তাদের সঙ্গে সময় সময় সহযোগিতা করা । (প্রভূর ভোজ দেওয়া)

আজ আমরা শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করব । প্রথম শতাব্দীর প্রথা অনুসরণ করার জন্য ।

এটি বিষাদময় যে প্রথম কিছু প্রজন্মের পর প্রেরিতদের সময়। এই নিয়মগুলি মণ্ডলীক জীবনে সঠিক পরিচালনা হত না । সেখানে কিছু প্রমাণ আছে যে অল্প বিশ্বাসীয় বিদ্যমান ছিল প্রত্যেক শতাব্দীতে, তাদের জীবিত থাকার প্রমাণ এখানে সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে । জীবিত থাকার প্রমাণটি ঠিক পরিস্কার হয়েছে কাগজ ছাপানো আবিস্কারের পরে । আরো প্রমাণ পত্র তৈরি হল সেই সময়কাল থেকে এবং আরো অনেক মানুষ বাইবেল পড়তে শুরু করল তারা দেখতে পেল চার্চগুলি খ্রীষ্টের আসল সংবাদ প্রচার করছে না । খ্রীষ্টাডেলফিয়ান ভ্রাতৃত্ব আরম্ভ হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, সত্য বিশ্বাসীদের অবশিষ্টাংশ বিশ্বাস এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য । তৎক্ষনাৎ বোঝা গেল যে এই নতুন আন্দোলন চার্চের বিধি সকল মেনে চলতে পারবে না ।

১৮৮৩ সালে একটি পত্র প্রস্তুত করা হয় বলা হয় "এ গাইড টু দী ফর্মেশন এণ্ড কন্ডাক্ট অফ খ্রীষ্টাডেলফিয়ান ইকলেশিয়াস" এটি মণ্ডলীকে এবং তার সদস্যদের উপদেশ দেয় বোঝায় কেমন করে সকল সদস্যেরা মণ্ডলী চালানো দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করতে পারবে । এই পত্রটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, যেমন তেলেগু, কিন্তু এটি গুরুত্বপূর্ণ যে মনে রাখতে হবে এটি একটি গাইড, এটি কোন নিয়ম পত্র নয় যে শেষ উক্তি দেওয়া যাবে এবং রেখে দেওয়া হবে যেন কোন একটি নিয়মের পত্র ! যেমন করে খ্রীষ্টাডেলফিয়ান মণ্ডলী সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৫০ বছর পূর্বে, এটি প্রয়োজন ছিল যেমন প্রথম শতাব্দীতে প্রাচীনদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল । আদি খ্রীষ্টাডেলফিয়ান মণ্ডলীতে স্বাভাবিক বলা হত "সেবাকারী ভাই" । তারা সেই ভ্রাতারা ছিলেন যা মণ্ডলীর সদস্যরা নিযুক্ত করত

তাদের সেবার জন্যে পরিচর্যার জন্য যেন খ্রীষ্টের সেবা করছে। সেখানে কোন পদের গুরুত্ব হিসাবে স্তর বিন্যাস যাজক সম্প্রদায় নয়, না কোন কর্তৃত্বকারী মণ্ডলী (বস্ ইকলেশিয়া) তার সঙ্গে জড়িত কোন মণ্ডলী তার অধিনস্ত থাকবে না ।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা প্রথম শতাব্দীতে ভিন্ন ছিল, সেই সময় সেখানে কেবল একটি মাত্র মণ্ডলীর দল ছিল । বিশাল ভাবে একত্রিত হত। এক অঙ্গ হিসাবে। এক বিশ্বাস নিয়ে (ইফি ৪:৪-৫) ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন আজকের মত এটা অনেকটা তফাৎ ছিল, বৃহৎ সংখ্যায় চার্চগুলি ছিল প্রচুর ভিন্নতা ছিল ছোট ও বড় পথে যা বিশ্বাস ও মেনে চলতো ঈশ্বরের বাক্যে ভিন্ন স্বভাবে এখন অনেকে নিজেদের মত নিয়ম করেছে । বিশেষ করে রোমান্স ক্যাথলিক চার্চ ।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ানের স্বভাবের গাইড বই অনেক বিষয় ব্যাখ্যা বা মন্তব্য করেছে, অন্তর্ভূক্ত করেছে খ্রীষ্টাডেলফিয়ানের সম্পর্কে স্বভাব চরিত্র অন্য চার্চের সাথে । তারা সকলে তাদেরকে দেখলো এই খ্রীষ্টাডেলফিয়ান দায়িত্বপূর্ণ মণ্ডলী একটি প্রভূত্বে বা স্বামীতে সেটি খ্রীষ্ট । এটি খ্রীষ্টের প্রতি দায়িত্বের অনুভূতি তাদের একে অপরের প্রতি দায়িত্বের অনুভূতি হতে সাহায্য করে এবং সেই বিশ্বাসে থাকতে যেটা তারা বিশ্বাস করেছিল । প্রথম শতাব্দীতে সবাই সফল হয়নি । সেটা ভাল করে ব্যাখ্যা করা আছে প্রেরীত পৌলের পত্রে বিভিন্ন মণ্ডলীতে তিনি সাহায্য করেছিলেন স্থাপন করার জন্যে। কিছু লোক ছিল যারা অন্যের থেকে আরও সাফল্য হয়েছিলেন কিন্তু সেখানে কোন ইঙ্গীত নেই যে তারা অন্যের কাজে বা ব্যাপারে দেখল বা নাক গলিয়ে ছিলেন। খ্রীষ্টাডেলফিয়ান মনে করে যে তারা আসল বিশ্বাসে দৃঢ় না থাকে তারা কোন প্রকারে 'এক' হবে না । তারা নিশ্চিত ছিল যে তারা কোন দিন 'এক' হতে পারবে না অন্যদের সঙ্গে যারা নিজেদেরকে 'খ্রীষ্টান' বলে মনে করেন কিন্তু যারা অল্প বা বেশি 'গল্পের' দিকে মনোযোগ দেয়। (দেখুন ২ তীম ৪:৩-৪) এবং 'ভিন্ন সুসমাচার' (গালাতীর ১:৬-৯) । এই "খ্রীষ্টান" রা শুরু করেছিল বহু জিনিস ত্যাগ করতে যেটা প্রথম চার্চগুলি

বিশ্বাস করত এবং যেমন করে তারা বিশ্বাস রাখতো ।

এই নিখিত প্রমাণ তথ্যটি অর্থাৎ ১৮৮৩ থেকে চেষ্টা করছে বিছিয়ে দিতে সকল বিষয় যা এক মণ্ডলীর করা উচিত । এটা তৈরী করে তথ্যাদিপূর্ণ পুস্তক শাস্ত্রবাক্যে উল্লেখ আছে আমরা তা আগেই কিছু দেখে নিয়েছি । প্রাচীনদের ডাকা হত সেবক ভ্রাতা বলে এবং তারা সমস্ত মণ্ডলীকে কৈফিয়ত দিত । তাদের নির্বাচিত ও পুনঃনির্বাচিত করা হত প্রত্যেক ২ ও ৩ বছরের জন্য । এটি কোন সারা জীবনের পদের জন্য নয় । এতে নিজের ক্ষতি হতে পারে। সেবক ভ্রাতারা তাদের কাজের কৈফিয়তগুলি দিয়েছিল মণ্ডলীর মিটিং এ প্রায়ই সময় প্রত্যেক বছরে; এই রকম মিটিংএ মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল দেখানোর জন্য যে সেবক ভ্রাতাদের কাজের অনুমোদন হয়েছে কিনা । সদস্যেরা প্রশ্ন করতে পারবে এবং আরও সুযোগ আছে সেবক ভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করতে যে তারা কোন ব্যাপারে অ্যাকশন নিতে পারবে কিনা । অধিকজন উপস্থিতি সমর্থক করে । মণ্ডলীর অধিকজন উপস্থিতি প্রয়োর্জন । এটা মূর্খতা ও খ্রীষ্টের আত্মার বিরুদ্ধে হবে যদি কম সংখ্যত উপস্থিত হয়ে এবং তারা সকল সদস্যদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে।

সাধারণত মণ্ডলী সেক্রেটারী নিযুক্ত করে (কখন ও রেকোর্ডিং ব্রাদার বলা হয়) এবং এক আলাদা কোষাধ্যক্ষ সাধারণত বলা হয় অর্থসংক্রান্ত ভাই । তারপর তারা সম্পূর্ণ হিসাব রাখে টাকা পয়সা সংগ্রহ ও খরচার, যেটা সেবক ভ্রাতারা দেখিয়ে দেবেন এবং মুখ্য খরচার বিষয় সমস্ত মণ্ডলী নির্দেশ দেবেন । গাইডে আরও আছে সর্বোত্তম উপায় কেমন করে ভোজের সভা চালানো যায় এবং সুসমাচার প্রচার করা যায় গাইড প্রকাশ করে যে "ব্যবসায়িক" বিষয় যেন প্রভূর ভোজের সভার সময়ে বা পরে আলোচনা না করা হয়। ইহা ঈশ্বরের বাক্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে বিশ্বাসী ভাইদের মধ্যে যে মতবিরোধ আছে তা মিটাতে হবে এবং সব থেকে ভাল পথ হল যারা অ-খ্রীষ্টয় ব্যবহার করে তাদের সাথে একসঙ্গে কাজ করে মানসিকতা দেখিয়ে কাজ সামলাতে হবে । এটা একটি পরামর্শ দেয় এক

মণ্ডলী অন্য মণ্ডলীর বিষয় বস্তুতে দখল না দেয় যতক্ষণ না সাহায্য চাওয়া হয় । এই সব উপদেশ বাক্য শাস্ত্র অনুসারে আলোচিত কিন্তু এই গাইড নিয়মের বই নয় । সব সময় মনে রাখবেন এটি একটি গাইড বা পরিচালক বা পরিচালনা করি । এক অংশের নামকরন করা হয়েছে সাফল্যের সত্য গোপন রহস্য যার মূল্যায়ন করা হয়েছে এখানে 'দ্য ট্রু সিক্রেট অফ সাকসেস'। এটিতে সদ্য স্থায়ী আছে সম্পূর্ণ খ্রীষ্টের বহুমূল্য বাক্য মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যদের জন্য । এই বিবৃতি পৌঁছাতে হবে আমাদের আজকের দিনে কেবল মাত্র প্রতি দিনে ও নিয়মিতভাবে শাস্ত্রবাক্য পাঠ করতে হবে । যখন প্রতিটা মন বাক্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন বাজে বা খারাপ জিনিষ মসৃনভাব কাজ করে না আর সেটা যদি না হয় শ্রেষ্ঠটাই অসফল হয়ে যায় ।

প্রতিদিন বাইবেল পাঠের প্রতি নীহিত আছে বাইবেল সঙ্ঘের মধ্যে বা চার্চের মধ্যে যে সব হাজার হাজার লোক অনুসরণ করে আসছে তারা উপকৃত হচ্ছে প্রচুর পরিমানে । ভাই-বোনদের উচিত সবার উপরে উঠে এসে একে অপরকে সাহায্য করা ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের মধ্যে দিয়ে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে এইটাতে আরো বেশী যেন পায় এক মণ্ডলী থেকে অধিক । প্রত্যেক নতুন ভাই-বোন যেন উপস্থিত হয় অনুলিপি নিয়ে। মণ্ডলীর প্রত্যেক নতুন বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের আদেশের বা আজ্ঞার অনুলিপি দেওয়া হয়েছিল, যখন খ্রীষ্টের আজ্ঞাগুলি স্মরণ করা হয়েছিল এবং খ্রীষ্টের চিন্তাভাবনাকে কাজে পরিণত করা হয়েছিল ।

এই পত্র আরও প্রয়োজনগুলি মেটায় বিশেষ মন্ডলীর ভ্রাতৃত্ব সমাগমের জন্য (আজকের দিনে যেমন বাইবেল সপ্তাহ অথবা স্কুলস্ এবং ট্রুথ ক্যাম্পস্। আরো মেক-আপ করে প্রাচীনদের দায়িত্বগুলি দেখা শুনা করতে যে সাণ্ডে স্কুল যথাযথ ভাবে বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে কিনা, যেন ব্যাপ্তিষ্ম সঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে । বিবাহ যেন সঠিক নিয়মে হচ্ছে ও সাহায্য করা দরকার যদি কোন সদস্যের গুরুতর অসুস্থ সময় এবং মৃত্যু ও সমাধির সময় । প্রাচীনেরা সাহায্য করবে প্রয়োজন পড়লে সকল উপলক্ষে ।

যখন ৪র্থ শতাব্দীতে, চার্চ হেডকোয়ার্টার্স রোম দেশে স্থাপিত হয়েছিল,

যা অন্য সকল চার্চদের নির্দেশ দিয়েছিল সারা পৃথিবীতে তারা সম্পূর্ণ ফিরে গেছিল নিয়ম থেকে যা খ্রীষ্ট শিখিয়ে গিয়েছিল। মানুষ পদমর্যাদা ভালবাসত্ নামি দামি হতে ভালবাসতো, তাদেরকে চেয়ে দেখে যীশু বলেছেন "আর পৃথিবীতে কাহাকেও পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না ..... তোমরা 'আচার্য্য' বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের আচার্য্য এক জন তিনি খ্রীষ্ট। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যাক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের পরিচারক হইবে।" (মথি ২৩:৯-১১)

যে নিয়মগুলি বা আদর্শগুলি যা মাষ্টার বই বলে লিখিত তার বিবৃতিগুলি ইঙ্গীত করছে যে আমাদের মণ্ডলীগুলিকে ত্যাগ করা উচিত কোন অতিরিক্ত নাম বা পদবী দেওয়া আমাদের বক্তাদের ও উপস্থাপকদের, ওদের নিজের নাম ছাড়া অন্য নামে যেন না নিই যেটা আমরা জানি। সুতরাং খ্রীষ্টাডেলফিয়ান মণ্ডলির মধ্যে আপনি কোন পাস্টার, মিনিস্টার, রেভারেন্ড আর অন্য পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক খুঁজে পাবেন না। নোট করুন যীশু কী বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের পরিচারক হইবে। আর যে কেহ আপনাকে মহান করে তাহাকে দাস হতে হবে। আর যে কেহ আপনাকে নত করে তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।" (মথি ২৩:১১-১২)

উচ্চকৃত নিশ্চিত হবে যখন যীশু পুনরাগমন করবেন এবং যারা বিশ্বস্ত ভাবে তাকে অনুসরণ করেছেন বিশ্বাসে ও কাজে ঈশ্বর তাকে সাহায্য করবে পৃথিবীতে রাজত্ব করার জন্যে যেমন তিনি বলেছেন একটি মন্ডলীকে পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত বাক্যে "আর যে জয় করে, ও শেষ পর্যন্ত আমার অদিষ্ট কার্য্য সকল পালন করে তাহাকে আমি আপনি পিতা হইতে যেরূপ পাইয়াছি তদ্রুপ "জাতিগণের উপরে কত্তৃত্ব দিব।" (প্রকাশিত বাক্য ১:১৬)

যদি আমাদের চিন্তাধারা আলোকপাত করে কি শক্তি আমরা অর্জন করতে পারব এখানে এই মুহুর্তে তার উপর সেই ক্ষমতার বর্ধিতকরণ আমরা অনুশীলন চর্চা করতে পারি ভ্রাতা ও ভগ্নীগনের উপর, আমরা কী প্রত্যাশা করতে পারি খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করার ? সত্যি কি আমরা মারাত্মক

এই সংকটের মধ্যেও প্রত্যাশা করতে পারি ?

২১তম শতাব্দীর প্রাচীনদের বিশেষ সমস্যা :

গোটা পৃথিবীতে মণ্ডলীর প্রাচীনেরা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে, বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধে যেটা ধমক দিচ্ছে নষ্ট করবে ভ্রাতা ও ভগ্নীদের বিশ্বাস, কিন্তু সেখানে এমন কিছু দেশ আছে যা বিশেষ করে প্রয়োগ হয়ে যেটাকে বলা হয় উন্নতকামী দেশ । আমরা নির্দিষ্টভাবে এই সব বিষয় অবগত আছি দেশগুলিতে যেমন বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারত । মণ্ডলীগুলি এতেও এইরূপ দেশগুলি ঘিরে রয়েছে চার্চগুলি দ্বারা যারা সাহায্য পায় বিদেশের বিভিন্ন দেশে থেকে, বিশেষ করে সংযুক্ত রাষ্ট্র থেকে । আমরা এইসকল চার্চকে হিংসা করি । তারা আর্থিক সাহায্য পায় চিত্তাকর্ষক চার্চ বানাতে, তাদের সংস্থা ও নেতাদের অর্থসাহায্য করে এবং আরও দান করে "ভাল কাজ করার জন্য ।"

লেখক মনে করিয়ে দেয় যে এই বইটা পড়তে যেটা লেখা হয়েছে মিশনারি কর্মচারী দ্বারা; যে ৪০ বছর কংগো অঞ্চলে আফ্রিকা দেশে কাটিয়েছেন । তারা বিদেশের চার্চ থেকে দান পেয়েছিলেন তাদের আগমনে তারা পরিস্কার ভাবে দেখেছিল গরীব লোকেদের প্রমাণিত প্রয়োজন এবং চিন্তা করেছিল তাদেরও শক্তি ও পয়সা লাগাবেন স্কুল তৈরি করতে, খেলার মাঠ করতে, হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় একইভাবে তার সঙ্গে খ্রীষ্টের বিষয় শিক্ষা দিতে । ৪০ বছর শেষে তারা মূল্যায়ণ করল যে কী উপলব্ধি করতে পারল, তারা শেষ লক্ষে কি পৌঁছাল ? গালাতীয় ৬:১২ থেকে উক্তি দিচ্ছে কর্মের ফল যা তারা করেছে "মাংসে স্বরূপ দেখাইতেছে" — কিন্তু খুব অল্পই করতে পেরেছিল, যদি কোন উন্নতি মানুষকে খ্রীষ্টের মত করে তুলতে। হিংসা, তিক্ততা স্থায়ী বিবাদ এখনও প্রায়ই দেখা যাচ্ছিল । খ্রীষ্টের বাক্য তাদের অন্তরে বাস করেনি যাদের তারা ধর্মান্তিকরণ করেছিলেন, যদিও তারা লাভবান হয়েছিল তাদের আর্থিক দিক থেকে এবং কাজের দিক দিয়ে কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা অতিকষ্টে তাদের মধ্যে দেখা যেত ।

এমন পরিস্থিতি যেটা একই ভারতের প্রাচীনদেরও অন্য জায়গা লোকেদের এবং যারা তার আশে পাশে যাদের দেখা যাচ্ছে একবিংশ শতাব্দীতে ডাক দেয় অত্যাধিক জ্ঞান আমাদের অংশে । প্রথম শতাব্দীতে কোন বিদেশী ধনি মণ্ডলী বা চার্চ গুলি ছিল না তাদের মিশনারিদের পৃথিবীর অন্যদিকে মূর্তিপূজকদের ধর্মান্তিকরণ করাতে । ওরা যারা গিয়েছিল ধন সম্পত্তি কিছুই নিয়ে আসেনি । সেই ধনের এমনভাবে ব্যবহার হত যা অপরকে হিংসা করে তুলতো অথবা সেই ধনের পাওয়ার আশায় তাদেরও যোগ দিতে প্রলোভিত করত । প্রথম শতাব্দীতে সকলের তাদের বাক্যের শক্তি ছিল । এক দৃঢ় প্রত্যয় ছিল সেই অন্ধকারময় জগতে সত্য কী এবং সেটাই ছিল অধিক মূল্যবান কোন ব্যাঙ্কের জমা টাকা থেকে ! তাদের কাছে সুসংবাদ ছিল এক সত্য ঈশ্বর তাদের অন্তরে জ্বলছে । সেই পরিস্থিতি ছিল যেখানে সুসংবাদটি শেঁকড় বা মূল খুঁজে পেল, ফুটলো ফুল ও ফল ধারণ করল ।

প্রেরিত পৌল সত্যি উক্তি করেছেন তীমথিয়কে লেখার সময় অনেক বার বিভিন্ন মণ্ডলীতে । তিনি লিখেছেন "আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে আনি নাই, কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেও পারি না । কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন পাইলে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব । কিন্তু যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানাবিধ মূঢ় ও হানিকর অভিলাষে পতিত হয়, সে সকল মনুষ্যদিগকে সংহারে ও বিনাশে মগ্ন করে । কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল তাহাতে রত হওয়াতে কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপথগামী হইয়াছে . . . . " (তীমথিয় ৬:৭-১০)

শেষ অংশ উক্তি হচ্ছে সমস্যা যা অস্ট্রেলিয়ার মত ধনী দেশ প্রাচীনেরা সম্মুখীন হচ্ছে । অধিক সদস্যেরা দূরে সরে যাচ্ছে সেই ধনের জন্য বিপথে গমন করছে । প্রত্যেক দেশে তার নিজস্ব সমস্যাগুলি আছে এবং পরিস্থিতি যা প্রাচীনদেরকে পরিশ্রম করতে হয় সমস্যা থেকে উতরে উঠার জন্য যদি বিশ্ববাসীরা একমাত্র সত্যই খ্রীষ্টের দাস হয় । জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাকে । মনে রাখবেন সেই দশ কুমারীর উপমাটি ।

কিছু অংশ কাজের প্রাচীনদের দক্ষিণ এশিয়া মণ্ডলীর গরীবদেরকে যথেষ্ট খাওয়া ও পড়া যোগানো । তবুও যদি সদস্যেরা গরীব ও এইসব জিনিষের অভাবি কেননা তাদের কাজ করার সুযোগ আছে তবুও কাজ করে না । তবে প্রাচীনদের বুদ্ধি পূর্বক কাজ করতে হবে । এই সমস্যাগুলি প্রথম শতাব্দীতে ঘটত এবং মানুষের চরিত্র কখনও বদলায়ে না । পৌলের বাক্য পড়ুন থিষলনীকিয়দের কাছে কারণ আমরা যখন তোমাদের কাছে ছিলাম । তখন তোমাদিগকে এই আদেশ দিতাম যে, যদি কেহ কার্য্য করিতে না চায় । তবে সে আহারও না করুক ।' (২ থিষলনীকিয় ৩:১০-১৯) ।

দারিদ্রতা পৃথিবীর অনেক জায়গায় আছে এমনকি ভারতের অনেক অংশ নিয়ে, চিন্তাধারার মধ্যে রাখতে হবে । আমরা কি ভাবি যে কেহ ধনী নয় — তাদের বলা গরীব ? মনুষ্য চরিত্র এমনই যে বেশি সংখ্যক মানুষেরা আমরা দেখছি অনেক পরিশ্রম করছে আরও ভালও হওয়ার জন্য । প্রায়ই সকলেরই খাদ্য ও বস্ত্র আরও অনেক আছে । ধ্যানপূর্বক পড়ুন যাকোবের বাক্য ২ অধ্যায় ১-৫ বিশেষ করে ৫ পদটি শেষ করুন । "হে আমার ভাতৃগণ, শুন, সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাহাদিগকে মনোনীত করেন নাই যেন তাহারা বিশ্বাসে ধনবান হয় এবং যাহারা তাহাকে প্রেম করে তাহাদের কাছে অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী হয় ? আমাদের মহৎ চেষ্টা বা পরিশ্রম করা উচিত "বিশ্বাসে ধনবান হতে পারি ।"

কেমন করে সর্বোত্তম ভাবে সামাল দিতে বা পরিচালনায় সাহায্য করতে হবে যারা ভাবে তাদের আরও পয়সার প্রয়োজন আছে, একটি মহৎ বিপদের প্রাচীনেরা সম্মুখীন হচ্ছে এবং যদি আমাদের অনেক পয়সা থাকে, তবে কেমন করে বুদ্ধির দ্বারা তা খরচা করতে হবে ? আমরা কখনও কখনও বলি এটি একটি আশির্বাদের বিষয় যে খ্রীষ্টাডেলফিয়ান ধনী সংস্থা নয় । আমরা আরও দেখেছি কেমন করে প্রেরিত পৌল, যখন তার সুযোগ ছিল উদাহরণ দিয়েছিলেন তার নিজের হাত দিয়ে কাজ করেছিলেন নিজেকে সাহায্য করবার জন্য । আপনি এর বিষয় পড়তে পারবেন প্রেরিত ১৮ অধ্যায় ৩ পদ : ২০ : ৩৪; ১ থিষ ২:৯; ২ থিষ ৩:৮ ইত্যাদি । এটার এই

মানে নয় যে তাকে করতেই হল । এটা একটি উত্তম বোধ আর্থিক সাহায্য করা তাদের যারা প্রচার করতে পারে ও কনভার্ট করতে পারে । কিন্তু যদি তারা সময় সময় কাজ করতে পারে যেমন পৌল করেছিলেন । এটি ভাল তাদের করা উচিত । সাহায্য যেন তাদের খরচা মেটাতে পারে, তাদের প্রত্যহ মাসিক বেতন দেওয়ার থেকে ।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ানের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ সাহায্য করা সাহিত্যে যেটা প্রয়োজন । বিশেষ প্রচারের সমাগমে এবং বাইবেল সপ্তাহ ও বাইবেল ট্রুথ ক্যাম্প এবং অন্য সম্মেলনগুলি । যদি মিশন্ দরকারি খরচা ওঠাতে পারে এইরকম যেটা লোকাল মণ্ডলীর ক্ষমতার বাইরে, তাহলে নিখুঁত বা আদর্শ যৌথ অংশীদার হবে একসাথে কাজ করার । যেমন মন্ডলী বৃদ্ধি পায় এবং প্রয়োজন মেটাতে পারে, যেমন মিটিং ঘরের ভাড়া, যেমন কিছু অংশে ভারতের সম্প্রতি বৎসরে চালু হয়েছে তারপর মিশনের পয়সা নতুন জায়গায় সাক্ষী স্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারবে ।

অনেক ক্ষেত্রে লেখককে সদস্যেরা বলেছেন সম্প্রতি নতুন মন্ডলী গঠন করছে যে তারা মিটিংয়ের জায়গা গঠন করতে পারে । কথাটি এমন হয়ে ছিল "যদি আমাদের একটি সুন্দর চার্চ হলে আমরা আরও অনেককে যোগ দিতে পারতাম কিছু জন চায় না যোগ দিতে কারণ আমরা মিটিংগুলো ঘরেই বসাই ।' একটু ভেবে দেখুন — লোকজন যারা যোগ দেবে কেবল যখন আপনার সুন্দর মিটিং এর জায়গা হবে — নাকি সঠিক কারণের জন্য যোগ দেবেন ? কি ধরণের প্রচার আপনারা লোকেদের দেবেন তাদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য যাতে তারা আসল বিশ্বাসের চমৎকার দেখবার জন্য — কেবল সত্য বিশ্বাস ও আশা, যেমন শিক্ষা দেওয়া হত প্রথম শতাব্দীতে ? আপনারা কী বুঝতে পারেন যে অনেক মন্ডলীর মিটিং সদস্যের ঘর থেকে শুরু হয়েছিল প্রায়ই অনেকের ঘরেই ! (দেখুন রোমীয় ১৬:৫: কলসীয় ৪:১৫: ফীলিমন ১:২)

সেখানে উৎসাহ দেওয়ার মত অনেক কিছু আছে নতুন নিয়মে বিশ্বাসীদের "সৎ কার্য্য" করার — কি আরও আমরা করার সময় সতর্ক

থাকিব পাছে যেমন যীশু বলেছেন 'লোককে দেখাইবার জন্য' সমস্ত কর্ম করিয়াছে (মথি ২৩:৫) । চার্চগুলি যা আর্থিক সাহায্য পায় বিদেশ থেকে প্রায়ই সময় ব্যবহার করে সেই 'সৎ কর্ম' করার জন্যে — কিন্তু নতুন নিয়মের সময়ে যারা সেই 'সৎ কার্য্য' করত তারা সদস্যরাই করে ছিল — তাদের নিজেদের টাকা পয়সা নিয়ে । এটা তাদের ব্যাক্তিগত দায়িত্ব ছিল, যেমন আমাদেরও, সেই আশির্বাদ যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন ব্যবহার করব । কোন মন্ডলী নিয়তো ভাবে বিদেশি সাহায্যের অপেক্ষা করে, প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে পারবে না খ্রীষ্টেতে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ও তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য । যদি প্রাচীনেরা মন্ডলীকে ভুল মনোভাব স্বভাবে পরিচালনা করে, তাদের প্রভূকে জবাব দিতে হবে তাদের খারাপ নেতৃত্বের জন্যে । পড়ুন ও ভাবুন এই শাস্ত্রবাক্যগুলি ১ করি ১৬:২; ২ করি ৮:১২-১৬; ৯:৬-১২; ইফি ৪:২৮ ।

মন্ডলীর দান সংগ্রহের দায়িত্ব কিছু সময় প্রলোভিত করে । সুতরাং এটি খুবই বুদ্ধিমান হবে কমপক্ষে দুই জনকে রাখার জন্য দান সংগ্রহের গোনা ও রেকর্ড রাখার দায়িত্ব দেওয়া । প্রাচীনদের একসাথে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কী ভাবে টাকা পয়সা ব্যবহৃত হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার সমস্ত পলিসির উপর এবং বিশ্বাসীদের সুযোগ দেওয়া কিছু বলার জন্য । এই সকল পয়েন্টগুলি যেটা আমরা তৈরি করলাম সেটি পূর্ণ করবে নীচের সিদ্ধান্তগুলি যেমন লেখা আছে প্রেরিতের দ্বারা একটি সাধারণ বাক্যে শেষ পদের ১ করি ১৪ অধ্যায় 'কিন্তু সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিতরূপে করা হউক।'

CONSLUSIONS :

- সর্বপ্রথম মন্ডলীতে একাধিক প্রাচীনেরা ছিলেন, তাহলে আমাদেরও থাকা উচিৎ । নতুন নিয়মে 'বিশপ' শব্দটি আলাদা শব্দ প্রাচীনের জন্য ।
- সমস্ত মন্ডলী সংযুক্ত দল হয়ে কাজ করতে হবে, প্রাচীনদের নিয়ে উদাহরণ কিরূপ কাজ করবে ।
- কেউ যেন উচ্চ খ্যাতি পাওয়ার চেষ্টা না করে ।

- শাস্ত্রবাক্যে সেই গুণাবলী ও জ্ঞান আছে যা এক প্রাচীন অনুশরণ করে ।
- সবার আগে প্রাচীন নিজেকে 'ঈশ্বরের দেওয়ান ও মেষ পালক' হিসেবে দেখবে ।
- প্রায়ই সব চার্চগুলি নতুন নিয়মের উদাহরণগুলি অনুশরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে ।
- এইসব যারা করে তারা মিথ্যা শিক্ষক তাদের মধ্যে আছে জাগতিক নেতৃত্বের নিয়মগুলি ।
- প্রাচীনদের কঠোর বিচার হবে তারা তাদের দ্বার রক্ষকের কইফদ দিতে হবে ।
- খ্রীষ্টাডেলফিয়ানেরা প্রাচীনদের 'সেবাকারী ভাই' বলে ডাকে ।
- যীশু উদাহরণ স্থাপন করে দেখিয়েছেন যে আমি তোমাদের মধ্যে সেবাকারী হিসাবে রয়েছি ।
- প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ খুবই প্রয়োজন মেষেদের ও মেষপালকদের।
- অর্থনৈতিক দায়িত্ব একটি মহৎ গুরুত্বপূর্ণ ।
- প্রাচীনদের বোঝা উচিত এমনিই ভাবে বিদেশ থেকে টাকা পয়সা সাহায্য নেওয়া ভাল নয় ।
- প্রাচীনদের লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের মন্ডলীকে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর হতে হবে ।
- খ্রীষ্টাডেলফিয়ান মিশন আছে আপনাদের সাহায্য করবার জন্য যতক্ষণ তারা নিজেরা দাঁড়াতে না পারছে আর্থিকভাবে তাদের মুখ্য কাজ হল প্রচার কাজে সাহায্য করা ।